

শাহ এ এম এস কিবরিয়া: যাকে শুধু জেনেছিলাম

ডঃ মোজাম্মেল খান

শাহ এ এম এস কিবরিয়া সম্পর্কে কোন কিছু লেখার জন্য আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমার মতন এক ক্ষুদ্র মানুষের সাথে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না, কিংবা তাঁর সাথে কোথাও দেখা হওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়নি। কোন না কোন ভাবে তাঁর সুদীর্ঘ বর্নাট্য জীবনের সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন, আমার বিশ্বাস তাঁর ঘটনাবলুল জীবন এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখতে তাদের কোন তথ্যের ঘাটতি হবে না। অবশ্য গত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি, বিশেষভাবে দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর বহুবিধ লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর সম্পর্কে প্রথম জেনেছি '৭১ এর আগষ্ট মাসে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে বসে, সম্ভবতঃ বিবিসিএর চমকে দেয়া এক খবরে, যে খবরে বলা হয়েছিলো ওয়াশিংটনে উ'চপদস্থ বাঙালী কূটনীতিবিদেরা সবাই পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এই দীর্ঘ সময় পরেও, আমাদের দুর্ভাগ্য জাতির বেশীরভাগ অকৃতজ্ঞ মানুষের দুর্বল স্মৃতি শক্তির বিপরীতে, আমি অত্যন্ত-পরিষ্কারভাবে সবার নামই মনে রাখতে পেরেছি, যে নামগুলোর মধ্যে অতি উজ্জলভাবে কিবরিয়া সাহেবের নামও উল্লিখিত হয়েছিলো। যারা আজও আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধের অবিকৃত ইতিহাসকে হৃদয়ে লালন করেন এবং সে চেতনাবোধে বিশ্বাস করেন, যে চেতনাবোধে একদিন সাউদামটনের জাহাজ ঘাটের কুলি কদম আলী থেকে শুরু করে শিকাগোর সিয়াস টাওয়ারের নির্মাতা ডঃ ফজলুর রহমান খানের বাঙ্গালী রক্ত দেশ প্রেমের বহিঃশিখায় টগ বগিয়ে উঠেছিল, তাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা সেদিনের অন্ধকারা'ছন্ন বাংলাদেশে ঐ সংবাদ কত সহস্র আলোর প্রদীপ শিখা জালিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে এবং আমাদের সন্মেনরা যখন সন্দেহ মনে প্রশ্ন রাখছে ১৯৭১ সনে আদৌ কোন যুদ্ধ হয়েছিলো কিনা এবং সেটা হয়ে থাকলে সে যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কে ছিলো তখনই আমি জনাব কিবরিয়ার (তিনি তখন এসকাপের নির্বাহী সচিব ছিলেন) একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার পড়ি সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর প্রিয়দেশে যা ঘটছে, বিশেষ করে যেভাবে আমার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধকে রাষ্ট্র থেকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তাঁর মর্মবেদনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি অত্যন্ত-নিবিড় মন নিয়ে সাক্ষাৎকারটি পড়েছিলাম এবং এর মাঝে একই কারণে আমার নিজের মর্মবেদনার অনুরণন শুনতে পেয়েছিলাম। যেহেতু

তিনি আমলা ছিলেন সেহেতু আমি বুঝে নিয়েছিলাম তিনি নিশ্চয়ই এক তুখোড় মেধাবী, কিন্তু এর আগে আমি জানতাম না যে তিনি সি এস এস পরীক্ষায় সারা পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সে সময়ে সেটা ছিলো এক বাঙ্গালীর জন্য বিরাট এক কৃতিত্ব। তখনই আমি জেনেছি যে তিনি স্বেচ্ছায় বেশী লোভনীয় হিসেবে গণ্য সিভিল সার্ভিসে না গিয়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৯২ সনে দেশে ফিরে এসে তিনি যখন এক বিরোধী রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন তখন তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গিয়েছিলো এই জন্য যে আমাদের জাতির বেশীর ভাগ প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই হয় পলায়নপর মনোবৃত্তির অধিকারী হন, নয়তবা 'নিরপেক্ষ' থেকে জাতিকে উপদেশ বর্ষন করেন, কিংবা নগদ পাওয়ার বিনিময়ে নিজের বিবেকের সাথে সমঝোতা করেন। বিগত সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন সেটা মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। অবশ্য দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা যদি সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তিনি এক সফল অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ক্ষমতার মসনদে বসা আমাদের অনেক রাজনীতিকদের বিপরীতে আমার মতন সাধারণ মানুষেরা তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কিছুই জানেনি যেহেতু তারা কোন ঠিকাদারের কাছ থেকে লভ্যাংশ দাবী করেনি কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেনি।

গত এক দশকে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তাঁর বহু লেখা আমি পড়েছি এবং সে লেখার মাঝে আমার নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছি। ঘটনাক্রমে গত ৮ই জানুয়ারী ডেইলী স্টারে এবং ১০ই জানুয়ারী প্রথম আলোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষে যে নিবন্ধটি লিখি সেটাতে আমি মোটামুটভাবে তাঁর দেয়া প্রস্তাবকে সমর্থন করি, যে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখানে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতার বিবিধ দিক উল্লেখ করে তিনি ডেইলী স্টারে যে নিবন্ধ লিখেছিলেন সেটার প্রত্যুত্তরে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান যেভাবে জনাব কিবরিয়াকে আক্রমণ করেছিলেন সেটা তাঁর প্রাক্তন দায়িত্বের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি জনাব কিবরিয়াকে 'সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞানহীন', 'আমলা থেকে হঠাৎ করে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া গনতন্ত্রের মূল তত্ত্ব বুঝতে অপারগ' ব্যক্তি হিসেবে উপহাস করেছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে শেয়ার মার্কেট 'কেলেংকারীর' প্রসঙ্গ তুলে তিনি জনাব কিবরিয়াকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছিলেন। স্বভাব সুলভ উদারতায় জনাব কিবরিয়া সে আক্রমণের জবাব দেননি, যদিও যথাযথ জবাব দেয়ার প্রচুর মালমশলা তাঁর হাতে মজুত ছিলো। জবাব কিবরিয়া তাঁর বণাঢ় জীবনে

যে সব কীর্তিমালায় ভূষিত হয়েছেন কিংবা যে সমস্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার সবগুলোই হয়েছিলো তার নিজস্ব যোগ্যতার জন্যই; কেউ তাঁর উপর কোন কারনে সন্তুষ্ট হয়ে কোন ঈঙ্গিত পদে তাকে নিয়োগদান করেনি।

আমার লক্ষ্যকোটি শোকাহত দেশবাসীর মতনই আমিও এ নির্মম ঘটনায় নির্বাক। আমরা জানিনা, এবং হয়তো কোনদিন জানতে পারবো না নির্দিষ্টভাবে কে বা কারা এ নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়ে এক সহজাত গুণী মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। পাঁচ ঘন্টা একটা অর্ধকোজো অ্যাম্বুলেন্সে অচৈতন্য অবস্থায় তিনি মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করেছেন, রাষ্ট্রের একজন ক্ষণজন্মা মানুষ না হোন, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান সাংসদ হিসেবে তাঁর ভাগ্যে একটি হেলিকপটার জোটেনি গুরতর আহত এই মানুষটিকে ঢাকা নিয়ে আসার জন্য। হায়রে গণতন্ত্র আর তাঁর 'নিরপেক্ষ' স্পীকার! এমন নৃশংসতার শিকার একজন সাংসদের জরুরী চিকিৎসাতো ব্যবস্থা করাতে দূরের কথা, তাঁর শেষকৃত্যেও তিনি সামীল হননি। আমাদের মাটি খুব বেশী কিবরিয়ার জন্ম দেয়নি, শুধুমাত্র প্রতিভার দিক দিয়েই নয়, আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসেও, যে আদর্শমালা একটা আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান। ঐ আদর্শমালা আজকের বাংলাদেশে বিশ্বাস এবং লালন করার অপরাধে তিনি আপাতদৃষ্টিতে অপরাধী। এটা অত্যন্ত মর্মান্বয়ক ব্যাপার যে গত কয়েকবছর ধরেই এধরনের নৃশংসা ঘটনাগুলো পরিচালিত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে। যেহেতু এ ধরনের ঘটনার কোনটাই শাসকজোটের কোন নেতা বা তাদের সমর্থক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কখনোই পরিচালিত হয়নি, এমনকি তারা যখন ক্ষমতার বাইরে ছিল তখনও না, তা থেকে মোটামুটিভাবে অপরাধীদের উদ্দেশ্য ও পরিচয় সম্পর্কে আঁচ করা যায়। আর কোন ব্যর্থ রাষ্ট্রে সংঘটিত অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে যারা লাভবান হয় তারা কোন দিনই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে না।

শাহ এ এম এস কিবরিয়া অতি নিষ্ঠুর সাথে দেশের সেবা করেছেন; আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি আমাদেরকে গর্বিত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী এবং নিখাদ দেশপ্রেমিক এবং আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেও তিনি একবার আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন সি এস এস পরীক্ষায় সারা পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করে। অবশ্য আমাদের আজকের প্রজন্মের সন্মেনরা সে গৌরবের স্বাদ অনুধাবন করতে পারবে না। মাতৃভূমির মঙ্গলের বাসনায় তার গভীর মর্মপিড়া তাকে যে অঙ্গনে নিয়ে এসেছিলো তিনি কোনভাবেই সে অঙ্গনের বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁর এ নিষ্ঠুর জীবনাবসান ব্যর্থ রাষ্ট্র ধারণার প্রতিপাদ্যে আরো একটি যুক্তির সংযোজন ঘটালো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে

তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় দেশের সেই অবধারিত যাত্রার গতি উল্টে দেয়ার
প্রচেষ্টায় নিজের শক্তির সংযোজন ঘটাতে।

লেখক: ডঃ মোজাম্মেল খান, কানাডা প্রবাসী অধ্যাপক